প্রথম আলো

তারিখ 16 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মচারীদের হামলায় একজন শিক্ষক আহত, ডিন লাঞ্ছিত

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল বুধবার একদল কর্মচারী একজন শিক্ষককে প্রচণ্ড মারধর এবং ডিনসহ এক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছে। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে মাইক্রোবাসে করে শিক্ষকেরা ক্যাম্পাস ছাড়ার সময় এ হামলা চালানো হয়। প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন।

আহত শিক্ষক মো. হাফিজুর রহমানকে গাজীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ভুয়া বিজ্ঞাপন দিয়ে ৭০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগসংক্রান্ত একটি প্রতারণা মামলায় বাদী হওয়ার কারণে তাঁর ওপর হামলা করা হয়েছে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর এ মামলার অভিযোগপত্র দাখিল হয়। এতে বর্তমান ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারসহ চারজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য অভিযোগপত্র থেকে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, ডিন শের মুহাম্মদ ও সহ-রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ডিন আবু রায়হান, সহকারী অধ্যাপক মো. আলমগীর হোসেন, প্রভাষক মো. শাইফুদ আরেফিন ও হাফিজুর রহমান মাইক্রোবাসে করে ক্যাম্পাস ছাড়ার সময় এ হামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবু রায়হান জয়দেবপুর থানায় মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

আহত শিক্ষক হাফিজুর রহমান জানান, তাঁরা ক্যাম্পাস ছাড়ার সময় উচ্চমান সহকারী মো. জিয়াউদ্দিন, এমএলএসএস মেহের স্বামী, আফজাল হোসেন, শাহ আলম, আসাদ ও আতাউরের নেতৃত্বে ২০-২৫ ব্যক্তি গাড়ি আটকায়। তারা মাইক্রোবাস থেকে হাফিজুর রহমানকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি-লাথি মারে এবং মোবাইল ফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ সময় তারা মামলার এজাহারভুক্ত কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে বলে, 'মামলা করার সাধ মিটিয়ে দেব।'

এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিলে ক্যাম্পাসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বহনকারী বাস, জিপ, মাইক্রোবাস আটকা পড়ে। খবর পেয়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ক্যাম্পাসে আসে। এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আব্দুর রহমান মুঠোফোনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম মোফাখখারুল আলমের সঙ্গে কথা বলেন। একই মুঠোফোনে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ইসলাম উদ্দিন সরকার, মো. শাহজাহান ও আবুল কাশেমের সঙ্গে কথা বলে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। এরপর বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ফটক খুলে দেওয়া হয়।

ভারপ্রাপ্ত ডিন আবু রায়হান সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি হামলাকারীদের থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। বেশ কয়েকটি কিল-ঘুষি আমার শরীরেও লাগে।'